নায়িকা

শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীপঞ্চমী

দাম দশ আনা

মুদ্রাকর—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

তাঁর পরম স্নেহের এই ছোট বোন্‌টির প্রতি অসীম ভালোবাসাবশতঃ আমার দাদা শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু 'নায়িকা' প্রকাশ সম্বন্ধে আমার একান্ত সহায় হোয়েছেন। তিনি না হোলে বইটি ছাপা হোত না।

পাটনা
২২-এ মাঘ, ১৩৩৮

শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

আমি— জ্বাল্‌বো না মোর বাতায়নে
প্রদীপ আনি
আমি— শুন্‌বো বসে আঁধার-ভরা
গভীর বাণী।
আমার— এ দেহ-মন মিলায়ে যাক্‌
নিশীথ-রাতে
আমার— লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের
পুষ্প পাতে—
থাক্‌না ঢাকা মোর বেদনার
গন্ধখানি। * * *

নায়িকা

২৭শে জুলাই—এলাহাবাদ

ভাই সীতা

তোর তিনখানা চিঠিই পেয়েছি। আজকাল সময় মতো চিঠির উত্তর দিতে পারিনা, সে'জন্যে কিছু মনে করিস্‌নি লক্ষ্মীটি ভাই।—

আমার "তিনি" কবে আস্‌ছেন জানতে চেয়েছিস্‌, তা তো জানি না ভাই—আমার অদৃষ্ট দেবতাটী যে কোন্‌ নিবিড় অরণ্যে বসে আমার জন্যে তপস্যা কর্‌ছেন, তা বোধকরি একমাত্র তিনিই জানেন।—কিন্তু আমি বলি এ বেশ আছি ভাই—হয়তো আমি তাঁকে কোনদিন সুখীও কর্‌তে পারবো না, এই-ই ভালো। আমার কুমারীত্ব না ঘুচুক্‌, তোর ভাবনার জ্বালায় গেলাম যে—?

আমাদের পাশের বাড়ীটা শুন্‌ছি কে এক জমিদারের ছেলে ভাড়া নিয়েছে, শুন্‌ছি শীগ্‌গীরই নাকি সেটা হোষ্টেল হবে। অমন সুন্দর বাড়ীটি—আমাদের শৈশবের লীলাক্ষেত্র—বাবা একবার বলেছিলেন ওই বাড়ীটা কিন্‌বেন, তা' না, হোল

কিনা ওটা বেহারীদের হোষ্টেল !—যাক্ যা হয়ে গেছে তার আর কোন চারা নেই।—আর কি লিখবো বল্ ? 'সু—বাবুর' খবর কি ?—এতদিনকার Friendship ভেঙে দিলেন নাকি ? আমার প্রীতি ভালবাসা নিস্।

—তোর মায়া

২৯শে জুলাই—

সীতা—

আমার চিঠি পেয়েছিস্ নিশ্চয়—কাল একটা ভারি মজা হয়েছে, কাল আমাদের পাশের বাড়ীর সেই, জমিদার-পুত্রটীকে দেখ্লাম বেশ সুন্দর ছিপ্ছিপে চেহারাটি, জমীদারের ছেলে বলে ওকে মোটেই মানায় না।—চোখে সোনার চশ্মা—পায়ে জরীর কাজকরা বাদশাহী লপেটা—সবই ওই ছেলেটীর আছে। ছেলেটীকে দেখ্লেই মনে হয় খুব চালিয়াৎ—আমি কলেজ যাচ্ছি, দেখি—এধারকার জানলার ধারে জমীদার-নন্দন দাঁড়িয়ে আছেন, চাহনিটা বেশ একটু বিস্ময়জনক !— কে জানে আমাকেই দেখ্ছিলো কিনা। শুন্ছি ওই হোষ্টেলে নাকি 'নি' বাবু থাকেন, দেখি—তাঁর

কাছ থেকে জমীদার-পুত্রটীর কিছু পরিচয় সংগ্রহ কর্‌তে পারি কি না।—শীগ্‌গির চিঠি দিস্—আসি ভাই। ইতি

মায়া

২রা আগষ্ট্

ভাই সীতা—

সেই চালিয়াৎ ছেলেটীর জ্বালায় অস্থির হ'লাম ভাই, সুযোগ পেলেই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখা—ওর যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিঃ—এমনি লজ্জা করে—হোষ্টেলশুদ্ধ ছেলেরা কি ভাবে বল্ দেখি? আজকালকার ছেলেগুলো এমন বেহায়া হয় কি করে ভাই?

আমি সুন্দরী নই তাতো সকলেই জানে—বাড়ীতে এতগুলো মেয়ে থাক্‌তে আমার ওপর ওর হঠাৎ নজর পড়্‌লো কেন তাই ভাব্‌ছি।—এম্‌নি রাগ ধরে ছেলেটার ওপর—ইচ্ছে করে কথা ক'য়ে বারণ করে দিই আমাকে যেন আর না দেখে।—দেখি কি কর্‌তে পারি।

তোর মায়া—

নায়িকা

৬ই আগষ্ট—

প্রিয় সীতা—

তোর চিঠি পেলাম। সেই চালিয়াৎ ছেলেটীর পরিচয় জানতে চেয়েছিস, পরিচয় জেনে কি হবে ভাই তোর?—ঘট্‌কালি কর্‌বি নাকি?—আগে থেকেই কিন্তু বলে রাখছি ওদিকে বিশেষ সুবিধা হবে না। যাক্ যা লেখবার আছে তাই লিখ্‌ছি। কাল 'নি' বাবুর সঙ্গে সেই চালিয়াৎ ছেলেটী আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলো। 'নি' বাবুকে চিনিস্ নিশ্চয়, আমার দিদির খুড়তুতো দেওর; এখানে ল' পড়তে এসেছেন।

'নি' বাবুর সুপারিশে চালিয়াৎ ছেলেটী অর্থাৎ—'র' য়ের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি নাকি এলাহাবাদে এম্. এস্. সি. পড়তে এসেছেন।

অনেক কথা হ'লো—তাতে বুঝলাম 'র'য়ের স্বভাব খুব কোমল প্রকৃতির, এমনি গুছিয়ে মিষ্টি কথা বলেন যে, সে কথাটিকে অনেকক্ষণ ধরে ভাব্‌তে ইচ্ছে করে। আজকাল-কার ছেলেদের মতো অসার দাম্ভিকও নন্, ঐশ্বর্য্যের বৃথা গর্ব্বও নেই—'জমীদার-পুত্র' এটা জানাতেও অনেকটা

কুণ্ঠিত হ'লেন। শুনলুম, অনেক জায়গাতেই ওঁদের জমীদারি আছে, মধুপুর, চন্দননগর রাজসাহী, শিমুলতলা—সে' সব দেখা শোনা ওঁকেই প্রায় বেশির ভাগ করতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম, পাশ করে কি করবেন?

মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, তা তো কিছু ঠিক করিনি, তবে দাদা যদি জমীদারি চালাতে পারেন তাহ'লে আমি এখানেই প্রফেসারি করবো—'নি' বাবু আমাকে জিজ্ঞেস্ করলেন আপনি তো এবারে আই-এ দেবেন, পাশ করে পড়া ছেড়ে দেবেন নাকি? না আরো পড়বেন?

আমার উত্তর দেবার আগেই দাদা বল্লেন, পড়ে সে তো খুব ভালো—কিন্তু বাবার ইচ্ছে অন্যরকম, এখন থেকেই তিনি মায়ার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—বিয়ে-সম্বন্ধে ওঁদের এমন আইডিয়া যে মনে করেন, বিয়ে না হ'লেই বুঝি চলবে না—দেখলাম, 'র'য়ের মুখ কি জানি কেন ঈষৎ ম্লান হয়ে উঠলো। আরো দু' চারটে কথাবার্ত্তার পর ওঁরা দু'জনে বিদায় নিলেন। দাদার মুখে শুনলুম, র' নাকি কলেজের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছেলে— "first class first হওয়া ওঁর পক্ষে

একান্তই সম্ভব... ! আচ্ছা—প্রফেসারির দিকে ওঁর এত ঝোঁক কেন ?

জানিস্ সীতা, আজ সারাক্ষণ 'র'য়ের মিষ্টি কথাগুলি মনে পড়েছে ; কি জ্বালা বল্ দেখি, 'র'য়ের ভাবনা হঠাৎ আমাকে পেয়ে বসলো' কেন বল্তো ? 'র'কে ভাব্ছি, সঙ্গে সঙ্গে 'র'য়ের সুন্দর মনটীকেও"। আজ আসি—পরে আর আর জানাবো।

তোরই মায়া—

১১ই আগষ্ট্

সীতা—

তোর চিঠি কাল পেয়েছি, জান্তে চেয়েছিস্ তোদের "পুষ্পধন্বা দেবতাটী 'র'য়ের মারফৎ আমার কুমারী হৃদয়ে শরক্ষেপ করেছেন কিনা ?—তা তো জানি না ভাই, তবে এটা বুঝ্ছি, 'র'কে আমার ভালো লাগে, 'র' যখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে থাকেন, তখন কেমন যেন আমার মনটা খুশীতে ভরে

উঠে। কেমন যেন একটা বিজয়-গর্ব্ব আমার সারা-মনপ্রাণ ছেয়ে ফেলেছে, আচ্ছা এমন কেন হয় ভাই ?—

র'য়ের সঙ্গে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে প্রায়ই গল্প চলে, মাঝে মাঝে 'নি' বাবুও এসে দাঁড়ান, বলেন—আমার বন্ধুটীকে যে একেবারে একচেটে করে নিলেন দেখ্‌ছি, ব্যাপার কি বলুন তো ?

আমি চুপ করে হাসি'—র'য়ের মুখেও আর কথা স'রে না। এ' নীরবতা কেন বল্‌তে পারিস্ সীতা ?—

আজকাল চল্‌ছে একরকম।

মায়া

১৫ই আগষ্ট্

ভাই সীতা—

কাল 'নি' বাবুকে দিদি নেমন্তন্ন ক'রে এখানে খাইয়েছিলেন—আমার ইচ্ছা ছিল র'কেও নেমন্তন্ন করা হয় ; কিন্তু দিদিকে বল্‌তে বড় লজ্জা করছিলো।

'নি' বাবু গল্প করতে করতে হঠাৎ আমাকে বল্লেন,—র' কি বল্‌ছিলো জানেন ? বল্‌ছিলো, আমি যদি তোর

মতো ওঁদের কোন আত্মীয় হ'তাম তাহ'লে হয়তো আজ-কের নেমন্তন্নে আমি বাদ পড়্‌তুম না'; র'য়ের হঠাৎ আপনাদের আত্মীয় হবার সাধ হ'লো কেন বল্‌তে পারেন?

আমি কি উত্তর দেবো ভেবে না পেয়ে বল্লুম—সে আপনি আপনার বন্ধুর কাছেই জান্‌বেন।

মনে মনে ভাবলুম—ছিঃ, র' যেন কি?—সবার সাম্‌নে আমাকে এমন অপ্রস্তুতে ফেল্‌বার কি প্রয়োজন ছিল' তাঁর? 'নি' বাবু অনেক গল্পই কর্‌লেন, বল্‌লেন, র'য়ের সঙ্গে নাকি নি-বাবুর ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব।

কাল 'নি' বাবু খাওয়া দাওয়ার পর চলে গেলে, পিসিমা এসে মাকে বল্লেন, 'নি'য়ের সঙ্গে মায়ার অত ঘনিষ্ঠতা করা ভাল হচ্ছে না, মায়া যেন এ বিষয়ে সাবধান হয়।

আরো বল্লেন— 'নি' বাবু নাকি র'য়ের জন্যেই আমার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা কর্‌ছেন! র' লেখাপড়ায় ভাল হতে পারেন, বড়লোকও বটে—কিন্তু আমার প্রতি র'য়ের দৃষ্টিটা তেমন সুবিধাজনক নয়।

পিসিমা মিটিয়ে মিটিয়ে অনেক কথাই বল্লেন; শেষে বল্লেন—এই তরুণ বয়সটা নাকি ছেলে মেয়ে উভয়ের পক্ষেই

নায়িকা

বড় মারাত্মক সময়— এতে সব সময়ে সকলের মন ঠিক থাকে না, অনেকের নাকি অধঃপতনও ঘটে। বিশেষ করে র'য়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়টা তেমন স্থবিধাজনক হচ্ছে না তাই বাড়ীর সকলের চোখেই আমাকে কেমন যেন সন্দেহজনক ঠেক্‌ছে, ইত্যাকার নানাবিধ কথা ক'য়ে পিসিমা চলে গেলেন। মনটা কিন্তু আমার ব্যথার ভারে নুয়ে পড়েছে, সত্যিই আমি এখনো এমন কিছু করিনি, যার জন্যে বাড়ীর লোকেরা এতটা মাথা ঘামাতে স্থরু করেছেন ?

মা আমাকে বল্লেন—"দরকার নেই, নি' আর র'য়ের সঙ্গে বেশি মেশামেশি কোর না মায়া। সত্যিই তো, র' আমাদের সত্যিই কোন আপনার জন নয় ; ওর সঙ্গে যখন তখন জানলায় দাঁড়িয়ে হাসি গল্প করা, তোমার মতো বয়সের মেয়ের শোভা পায় না ; কলেজে পড়ছো কিন্তু এতটুকু ন্যায় অন্যায় বোঝ্‌বার বুদ্ধি এখনো হয়নি ?— বল্‌তে পারিস্‌ সীতা, কেন এমন হয় ? কি বিশ্রী সঙ্কীর্ণ মন এই মা পিসিমার ? হোক্‌, এঁরা যা চাইছেন তাই হোক্‌, র'য়ের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখ্‌বো না ; সত্যই তো র' আমার কে ? বন্ধুত্ব ?—না, যে রকম বন্ধুত্বে বিশ্রী স্বার্থ

সংশ্লিষ্ট থাকে, সে বন্ধুত্ব আমি চাইনা। আজ আসি সীতা—
মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে।

মায়া—

১৯শে আগষ্ট

ভাই সীতা—

র'য়ের সঙ্গে আজ চারদিন হ'লো মোটেই দেখা করিনি; র' অনেকবারই উৎসুক হয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি হয় তো বার বার আমাকেই খুঁজে ফিরেছে—আমি যাইওনি, দেখাও করিনি। মনে মনে প্রতিনিয়তই অনুভব কর্ছি, র' এতে নিশ্চয়ই খুব আহত হচ্ছেন।—কিন্তু কি কর্‌বো বল্‌ সীতা? আমি যে নিরুপায়, বাঙ্গালীর ঘরের অবিবাহিতা; হিন্দুকন্যার চারিধারে যে কতবড় লোহার শৃঙ্খল বাঁধা, সে বাঁধন যে কত শক্ত, তা কি 'র' জানেন না?—কিন্তু সীতা, মন, তো আমার সেকথা মান্‌তে চাইছে না ভাই!

কাল বিকেলে কলেজ ফেরৎ 'নি' বাবু আর র' এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, আড়াল থেকে দেখ্‌লুম

র'য়ের সদাপ্রফুল্ল সুন্দর মুখখানি, বড় ম্লান-শুষ্ক। সত্যি, র'য়ের ব্যথিত মুখখানা দেখে বড় কষ্ট হ'লো। বাইরে দাদাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে ওঁরা চলে গেলেন, আমি যাইনি, দেখাও করিনি, র' কি এতে দুঃখিত হয়েছেন ? মনকে প্রতিনিয়ত বোঝাতে চেষ্টা কর্ছি, র' আমার কে ? র'য়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু পোড়া মন সে কথা মান্‌তে চায় না কেন সীতা ?

তোর মায়া

২৫শে আগষ্ট

সীতা—

প্রেম কি কখনো জাতি-বিচার, সমাজ-সংস্কার মানে ? না ভাই, আজ সত্যি বল্‌ছি তোকে, র'কে আমি ভালবাসি—জানি র'কে আমি পাবো না, তবু ভালবাসি—র'কে না ভালবেসে আমার উপায় নেই।

Love is blind এ কথা যে কতবড় সত্যি, তা' আমি আমার জীবনে প্রত্যক্ষই অনুভব কর্চ্ছি, জানি আমি,

নায়িকা

বাঙ্লার মেয়ের শত বন্ধনে বাঁধা আমার এ জীবন! কিন্তু মন তো আমার বাঁধা নয় ভাই। জানি এ আমার অন্যায়, ন্যায়ের মাপকাঠিতে এ অন্যায়ের ওজন হয়না—তবু র'কে আমি ভালবাসি—আমার সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে র'কে আমি ভালবাসি।

আজ সকালে জানলায় হঠাৎ দেখা হ'লো র'য়ের সঙ্গে, র' মিষ্টি হেসে বল্লেন, আমাকে কি একেবারেই বয়কট্ কর্‌লে মায়া?

আমাকে নাম ধরে ডাক্‌তে আর 'তুমি' বল্‌তে আমিই একদিন তাঁকে বলেছিলুম। র'কে আজ সব বল্লুম—সব শেষে বল্লুম'—আমাকে যদি কিছু বল্‌বার থাকে তাহলে চিঠি লিখে জানিও—আমিও চিঠিতেই উত্তর দেবো, এ ভাবে গল্প করা আর আমাদের চল্‌বে না।

আমার কথা শুনে র' কি ভাবলে্‌ন জানিনা, আমার মনোভাব কিন্তু র'কে সেদিন স্পষ্টই জানিয়েছি। র' কিছুক্ষণ কি ভাব্‌লেন, তারপর বল্লেন 'বেশ, তুমি যা বল্‌ছো তাই হবে।

তারপর' র'য়ের সঙ্গে আরো অনেক কথা হ'লো—তাতে এইটুকু শুধু বুঝ্‌লুম 'র'-ও আমাকে ভালোবেসেছেন এবং

মনে মনে পাবার আকাঙ্ক্ষাও করেন। 'র'য়ের হৃদয় জয় করেছি, একটা অব্যক্ত আনন্দে আমার সারা হৃদয় মধুর হয়ে উঠেছে।...আমার এমন কি-ই বা আছে? র' আমাকে কেন এত ভালোবাস্‌লেন? ওইজন্যেই তো আমিও র'কে ভালবাসি। আজ সারাক্ষণ র'য়ের কথাগুলি ভেবেছি, এখনো ভাব্‌ছি—কেন বল্‌তে পারিস্‌ সীতা? ইতি

মায়া

১লা সেপ্টেম্বর

ভাই সীতা,

কাল র' বাড়ী গেছেন, সকাল বেলায় আমাকে ডেকে বল্লেন, আজ আমি বাড়ী যাচ্ছি মায়া—

বল্লুম কেন? র' বল্লেন, দাদার অসুখ, শীগ্‌গির চলে আস্‌বো। আমি বল্লুম—শীগ্‌গির এসো কিন্তু...

র' হাস্‌লেন, চোখ দু'টী কিন্তু ছল্‌ছল্‌ করতে লাগ্‌লো। বিকেল বেলায় র' একটি গান গাইলেন। কী মিষ্টি গলা ভাই! র' গাইছিলেন,

নায়িকা

সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি
নন্দন ফুলহার
তুমি অনন্ত নব-বসন্ত
অন্তরে আমার।

র'য়ের গাওয়া শেষ হ'লে নি-বাবু ও হোষ্টেলের অন্যান্য ছেলেরাও গান কর্‌লো—র'য়ের মতো মিষ্টি গলা কিন্তু আর কারো নয় ভাই।—সবশেষ র' খুব মিষ্টিসুরে এই গানটি গাইলেন—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখ্‌তে আমি পাইনি—
(তোমায়) দেখ্‌তে আমি পাইনি,
বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানে চাইনি—
(তোমায়) দেখ্‌তে আমি পাইনি।

র'য়ের গানের সুর এখনো আমার প্রাণের মাঝে বাজ্‌চে।—

র—' চলে গেছেন—পাশের বাড়ীটা যেন আনন্দহীন মূকের মতো দাঁড়িয়ে আছে; র'য়ের ঘরের জানলার দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছে করে না।...নি-বাবু মাঝে মাঝে জানলার কাছে এসে দাঁড়ান, আমি দেখেও দেখি

না। অন্যদিন হ'লে র' কতবার জানলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়তো কোনবার মুখে মৃদু হাসি—নাহয় কোনবার চোখে উৎসুক ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি। র'য়ের ভালবাসা স্নিগ্ধ-মধুর তাতে উত্তেজনা নেই—কিন্তু কি এক আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তির কাছেই আজ আমি পরাভব মেনেছি।

মায়া—

১৭ই সেপ্টেম্বর

ভাই সীতা,

আজ প্রথম র'য়ের মন-মুগ্ধকরা সুন্দর একখানি চিঠি পেয়েছি।—র' অনেক কথাই লিখেছেন। তাঁর চিঠির কবিতার দু' লাইন তোকে উদ্ধৃত করে দিলুম'—

কি ভাবিলে মনে,
মোর কাছে দিলে ধরা
অন্তরের কোন্ প্রয়োজনে ?

আমি কি লিখেছি জানিস্ ? লিখেছি—"তোমাকে ভালবাসার অধিকারটুকু দিয়েছো বলেই, আজ তোমাকে ভালবাস্‌তে পেরেছি, আমারও যে ও' ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনাগো।

র' তো জানেন র'কেই আমি চাই—আমার সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে র'কে আমি চাই।—আজ মনে হচ্ছে, এই অপরূপ রূপময়ী পৃথিবী কি সুন্দর...এই আকাশ বাতাস—এই হাসি আলো, গান, কত মধুর—তারি মাঝে আমার প্রিয়তম র'-য়ের চিঠিখানি কি আবেগময় মধুর..." র' সুন্দর, তাই তাঁর চিঠিখানিও সুন্দর। আজ কেবলি মনে হচ্ছে, আমার নারী-জীবনের মধুর বসন্তক্ষণে যে লোকটি' তার প্রেমের পসরা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ভবিষ্যৎ-জীবনে সত্যিই কি তাঁকে আমি সুখী কর্‌তে পার্‌বো?—ভালবাসা নিস্‌। ইতি

মায়া

২০শে সেপ্টেম্বর

ভাই সীতা—

কাল সন্ধ্যাবেলায় র' হোষ্টেলে ফিরেছেন, আমার সঙ্গে দেখা হ'তে দু' হাত তুলে নমস্কার করে বল্লেন, ভালো আছো তো?

বল্লুম, তোমার দাদা কেমন আছেন?

বল্লেন, দাদা বেশ ভালই আছেন—আমিই ভাল ছিলুম না ; বাড়ীতে থাকতে কা'র একখানি শিউলি ফুলের মতো সুন্দর মুখ কেবলি আমাকে অন্যমনস্ক করতো আর তারি জন্যে সারাক্ষণ মন কেমন করতো।

আমি হাসলুম, বল্লুম—এখন নিশ্চয় আর মন কেমন কর্চ্ছে না ?

দুষ্টুমীর হাসি হেসে র' বল্লেন, কচ্ছে বই কি—যতদিন না তাকে একেবারে আপনার বলে কাছে পাবো, ততদিন এম্‌নিই মন কেমন কর্ব্বে।

এর ওপর কথা চলে না, নীরবেই র'য়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইলুম। র' বল্লেন, সত্যি মায়া—মাঝে মাঝে বড় ভয় করে, মনে হয়—সত্যি যদি তোমাকে না পাই, 'শুধু একটা স্বপ্ন' স্বপ্নের মতোই এ আশা যদি আমার জীবনে মিলিয়ে যায় ? উঃ—তা'হলে হয়তো আমি পাগল হয়ে যাবো—

স্পষ্ট দেখলাম র'য়ের দুই চোখ জলভরা, আমিও কেঁদে ফেল্লুম। র'য়ের এতটুকু কাতরতাও আমি সহ্য করতে পারি না যে ! চোখের জল মুছে, ভারি গলায় র' বল্লেন, কাঁদছো কেন রাণু ?—তোমাকে পাবার জন্যে কোন

বাধাই আমি মান্‌বো না,—কোন দুঃখই কখনো আমাকে টলাতে পার্‌বে না, তবে ভয় কিসের? শুধু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ মায়া—জীবনে তুমি আমাকে কোনদিন ভুল বুঝ না, তুমি যদি আমাকে ভুল বোঝ, তাহ'লে সে দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

র' অনেক কথাই বল্লেন, সব কথা আমার মনে নেই যেটুকু আমার মনে ছিল' তাই তোকে জানালাম।—

র'য়ের অন্তরের পরিচয় যত পাচ্ছি, ততই তাঁর প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্‌ছে, তেমনি নিজের কথা ভেবে মনটা কি রকম কর্‌ছে। র' কি আমাকে পেয়ে সত্যিই সুখী হবেন? আমার কি আছে? র' রূপবান, গুণবান, ঐশ্বর্য্যও তাঁর যথেষ্টই আছে—। ইচ্ছে কর্‌লেই তিনি আমার চেয়েও ঢের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন 'র'য়ের তুলনায় আমার রং কালো—মুখ চোখ সাধারণ, 'সুন্দরী নামে আখ্যা পাবার মতো আমার তো কিছুই নেই তবে র' আমাকে কেন এত ভালবাস্‌লেন?—কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাব্‌ছিলুম—। জীবনে র'য়ের সঙ্গে আমার কোন দিনই পরিচয় ছিল না—আমার জীবনে আমি কি জীবনের সাথীরূপে

নায়িকা

র'কেই চেয়েছিলুম ?—আমার সপ্তদশ জীবন বসন্তে র' এসেছেন, জীবন-দেবতার মতোই আমার নিশীথ রাতের স্বপ্ন র'। আমার জাগ্রত ধ্যানের দেবতা র' আমার অণু পরমাণুতে র'য়ের ভালবাসা মধুর হয়ে মিশিয়ে রয়েছে যে—জানি না এ ভালবাসা সার্থক হবে কিনা।

মায়া

•

২৪শে সেপ্টেম্বর

ভাই সীতা,

পূজার ছুটীতে 'র' মধুপুরে বেড়াতে গিয়েছেন। কিচ্ছু ভালো লাগে না আজকাল, পাশের বাড়ীটা নির্জ্জন—কী বিশ্রী এই সময়টা।...তোর চিঠি পেয়েছি, এখনো সাবধান হতে বলেছিস্; বৃথা আশা ভাই র'য়ের ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।...আমার অবস্থা শুধু Hopeless নয় Helpless'ও বটে ; র'কে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। সত্যি কথা কি জানিস্ ভাই• র'কে সত্যিই যদি আমার জীবনে না পাই তবুও র'য়ের আশাতেই এ জীবন

অতিবাহিত করবো। সামাজিক বিবাহ আমাদের না হোক, মনের বন্ধনে আমাদের দু'জনের হৃদয় এক হয়ে গেছে...তবে এ থেকে কি ক'রে উদ্ধার পাই বল্‌তো ?— অনেক সময়ে অনেক কথাই ভাবি, ভেবে কোন' কূল কিনারা পাইনা—জানিনা, আমার অদৃষ্টে কি আছে; অদৃষ্টের স্রোতে কোথায় গিয়ে ঠেক্‌বো তাও জানিনা। র'য়ের চিঠি প্রায় রোজই পাই, দূর বিদেশে বিরহীজনের' বেদনামাখা উচ্ছ্বাসভরা সে চিঠি—সে তো চিঠি নয়, বুকের রক্ত দিয়ে লেখা প্রাণের কথা—! সীতা বল্‌তে পারিস্—র'য়ের ভালবাসা সত্যিই কি আমার জীবনে অটুট হবে ?

আর ভাব্‌তে পারি না—ভালবাসা নিস্।

তোর মায়া

৮ই অক্টোবর

সীতা—

তোর চিঠি পেয়েছি র' এলাহাবাদে ফিরেছেন কিনা জান্‌তে চেয়েছিস্; র' এখনো আসেননি, ভাইফোঁটার পরে ফির্‌বেন লিখেছেন।

একটুও কিচ্ছু ভাল লাগে না ভাই, মনে কর্চ্ছি, লেখাপড়া ছেড়ে দেবো; মনটা বড় অশান্ত হয়ে উঠেছে। মন যার পরের হাতে, তার চেয়ে নিরুপায় পৃথিবীতে আর কেউ আছে কি? ছোটকাকা লিখেছেন, কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থাকতে; এলাহাবাদ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ওই বাড়ীটি—ও' যেন আমার পরমতীর্থ—ওই ঘরটীতে র' থাকেন, ওই জানলাটি কেমন যেন একটা মধুর মোহ ওই বাড়ীটির প্রতি ইট পাথরে মিশিয়ে রয়েছে। ছোটকাকাকে লিখে দিয়েছি, এখন যাবোনা। কি করে যাই বল্ দেখি সীতা?

র'য়ের আসার আশায় দিন গুণ্ছি—এই ক'টা দিন যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে—ভালবাসা নিস্। ইতি

মায়া

১৬ই অক্টোবর

ভাই সীতা—

কাল র' এসেছেন, এবং হোষ্টেলের অন্যান্য ছেলেরাও। পাশের বাড়ীটা গানে গল্পে সরগরম হয়ে উঠেছে, বাড়ীতে লোক না থাক্লে কি বাড়ী মানায়?

নায়িকা

কাল অনেক রাত অবধি র'য়ের সঙ্গে জানলায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছি ভাগ্যিস্ আমার ঘরটা ঠিক্ র'য়ের ঘরের পাশেই—না হলে তো আর এমন সুযোগ হ'তো না। র' বল্‌ছিলেন। ভাগ্যে প্রতিদিন তোমার একখানি ক'রে চিঠি পেতুম মায়া, তাই বাড়ী গিয়ে এ কয়দিন থাক্‌তে পেরেছি, না'হলে কি' যে হ'তো—

বল্লুম—আমার চিঠি এমন কি জিনিস যে তোমার এত ভালো লাগে ?...

র' বল্লেন, জানিনা তোমার চিঠি আমার কি কিন্তু তোমার ওই সুন্দর হাতের লেখা মধুর চিঠিগুলি তোমার চেয়েও আমার কাছে বেশি প্রিয়, কারণ ওগুলি যে তোমারই হাতের লেখা— তুমি আমাকে কথনো লেখো 'তুমি'—কখনো আবার লেখো "আপনি'—মেয়েদের এই আধ-লাজ-নম্র ভাষার ভিতরে যে কতখানি সৌন্দর্য্য লুকানো থাকে, তা সে যে যাকে ভালবাসে, সেই ভালো বোঝে। তোমার ওই চিঠিগুলি আমি বড় ভালোবাসি, কতদিন, কতরাত্রি তোমার চিঠি বুকে করে শুয়ে থাকি, মনে হয়, ওদের সঙ্গে তোমারই স্পর্শ মিশিয়ে রয়েছে যে—

নায়িকা

আনন্দে নির্ব্বাক্ হয়ে গিয়েছিলুম— র'য়ের এতখানি ভালবাসার সত্যিই কি আমি উপযুক্ত ?...

র' বল্লেন, আমরা যেন বিংশ শতাব্দীর রোমিও-জুলিয়েট্, না মায়া ? এই পাশাপাশি দু'টো জানলা, কত কাছে—তবু যেন মনে হয় কত দূরে—এ দূরত্ব কবে ঘুচ্‌বে কে জানে ? ঘড়ার অ্যালার্মে দু'টো বাজ্‌লো ঢং, ঢং, র' বল্লেন, শুতে যাও মায়া, অনেক রাত হয়েছে।

জানলার কাছ থেকে স'রে এসে বিছানায় বস্‌লুম —শুন্‌তে পেলুম, র' মিষ্টিস্বরে গান ধরেছেন,

হে বন্ধু মোর হে অন্তরতর
এ জীবনে যা' কিছু সুন্দর
সকলি আজ ভ'রে উঠুক্ সুরে
তোমারি গানে, তোমারি গানে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছিলুন র'য়ের ভালোবাসা, স্বচ্ছ—নির্ম্মল—সুন্দর—তাতে কোন আবিলতা নেই। আজ আমার একমাত্র প্রার্থনা, র'য়ের ভালোবাসা আমার জীবনে অটুট হোক্। ঘুম এলো না, বার কয়েক এ'পাশ

ও'পাশ করে উঠে পড়্লুম, আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম দেখি, র'য়ের জানালা তখনো খোলা, লাইট জ্বল্ছে—টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে হেঁট হয়ে, র' একমনে কি লিখ্ছেন—লাইটের স্বচ্ছ আলোয় চেয়ে দেখ্লুম, র'য়ের সুন্দর মুখখানি ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে। নীরবে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়্লুম।—কাল সারা-রাত র'য়ের বক্ষ-স্পন্দন আমার বুকে এসে বেজেছে—ছিন্ন-স্বপ্নে র'য়ের কথার টুক্‌রো, হাসির সুর, এই সবই কেবল শুন্‌তে পেয়েছি।

জীবনটাও কি একটা স্বপ্ন? * * *

মায়া

২রা নবেম্বর

প্রিয় সীতা—

তোর চিঠি পেলুম। বাড়ীতে কদিন ধ'রে বড় গোলমাল চল্ছে; পিসিমা, খুড়ীমা, সুবুদি'—সকলেই দিনরাত কি সব ফিস্‌ফিস্ করেন। জানি ওঁদের আলোচনার একমাত্র মূল কারণ আমি— আমার সম্বন্ধে

দু' একটা বিশ্রী কথাও মাঝে মাঝে কাণে এসে পৌঁচচ্ছে। কিন্তু কি কর্‌বো বল সীতা? আমি যে নিরুপায়; লোকের মুখ কি' ক'রে বন্ধ করি বল্ দেখি?

কলেজেও এরি মধ্যে সমস্ত খবর পৌঁছে গেছে! রমলা বল্‌ছিলো—বিয়ের আমোদে ফাঁকি দিস্‌নি মায়া; এম্‌নি রাগ ধরে' সকলের উপর! কোথায় কি, তার ঠিক নেই—একটা কিছু পেলে হয়, অমনি সব ইয়ার্কি দিতে সুরু কর্‌বে।

সেদিন মাধবীদি' আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌ছিলেন—মায়ার বোধ করি এবার Highest teachingএর সুফল ফল্‌তে সুরু হয়েছে—ছিঃ, আজকালকার মেয়েদের সব হ'লো কি?—এতটুকু self-consciousness নেই?—

ছিঃ, ওঁরা যে কি মনে করেন আমাকে! আজকালকার মেয়ে যেন এক একা আমিই? ঘরে বাইরে অপমান সইতে সইতে আমি যেন পাথর হয়ে গেছি! তবু সব সহ্য কর্‌বো। র'য়ের ভালোবাসার কাছে এ অপমান অতি তুচ্ছ; র'য়ের ভালোবাসার জন্যে পৃথিবীর সবই আমি ত্যাগ কর্‌তে পারি। আজকাল্ র'য়ের সঙ্গে দেখা হয় খুব কমই—বাড়ীর প্রত্যেকটী লোকের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে

উঠেছে। চিঠিতেই কথাবার্ত্তা চলে, না হলে আর কোন উপায় নেই। পরে আর আর সব জানাবো। ইতি

মায়া—

১৩ই নভেম্বর

প্রিয় সীতা,

উঃ—কী বৃষ্টি ভাই—ক্রমাগত সাতদিন ধ'রে বৃষ্টি পড়্ছে, জ্বালাতন...দিনরাত বৃষ্টিতে মুখ বুজে ঘরে বসে থাকা' আমাদের মত দুষ্টু মেয়েদের কি পোষায়?' পারি না ভাই, অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সাত দিন র'য়ের সঙ্গে দেখা হয়নি, হয়তো বৃষ্টির জন্যেই জানলা খোলেন না।...আজ সকালে সাম্নের উঠোনে বৃষ্টিতে খুব ভিজ্‌চি, অবশ্য ইচ্ছা করেই—হঠাৎ জানলা খুলে র' এসে দাঁড়ালেন, বল্লেন, বৃষ্টিতে ভিজ্‌চো কেন মায়া? অসুখ করবে যে; দীর্ঘ সাতদিন পরে র'য়ের দেখা পেয়ে মনটা বেশ খুসী হয়ে উঠ্‌লো, বল্লুম—আমার অসুখ করলেই বা—তোমার কি?

র' বল্লেন, আমার কি? এ' কথাও তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো মায়া? তোমার জীবনের সঙ্গে যে আমার

চিরদিনের সুখ-দুঃখ জড়িয়ে রয়েচ, এ কথা কি তুমি জানো না? র'য়ের প্রফুল্ল মুখ ব্যথিত করুণ হয়ে উঠ্‌লো।

বুঝ্‌লুম র'য়ের মনে আঘাত দিয়েছি, কথাটা উল্টিয়ে দেবার জন্যে অন্য কথা পাড়্‌লুম—বল্লুম,এই বৃষ্টির দিনগুলো আমার বড় ভালো লাগে, তাই এম্‌নি ক'রে ভিজি।

র' বল্লেন হ্যাঁ, বৃষ্টির দিন আমারও বড় ভাল লাগে, এলোমেলো বাতাসে ভেসে আসা ফুলের গন্ধে সারাক্ষণ মনটা বেশ মশগুল হয়ে থাকে, পৃথিবীতে 'ফুল' জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি—তাঁরপরেই ভালবাসি তোমাকে, তুমি আমার "শিউলি ফুল" ইচ্ছে করে তোমাকে 'শেফালি' বলে ডাকি।

বল্লুম—বেশ তো, তোমার কাছে ওই নামটাই আমার পাওনা হ'লো; কিন্তু আমি তো ফুলের মতো সুন্দর নই?

র' বল্লেন, রূপেতে কি আসে যায়? মনের তুলনায় রূপ অনেক নীচে—তোমার মনটি শিউলি ফুলের মতোই স্নিগ্ধ পবিত্র' তাতেই আমি মুগ্ধ হয়েছি; আর

রূপ? :তোমার চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়েকেই তো দেখেছি, কিন্তু তাদের কারুকেই সুন্দরী বলে আমার মনে হয়নি, তোমার রূপেই আমার হৃদয় আলো হয়ে রয়েছে—

হঠাৎ নি-বাবু এসে পড়াতে, র' জানালা বন্ধ করে চলে গেলেন, আমিও চলে এলুম।···খানিক পরেই শুনতে পেলাম হার্ম্মোনিয়াম বাজিয়ে র' গান ধরেছেন,

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।

র'য়ের হৃদয়ের শূন্যতা কবে পূর্ণ হবে জানি না।

মায়া

২৭শে নবেম্বর—

ভাই সীতা,

র' যে এত ভালো Magic করতে জানেন, তা জানতুম না!...কাল সকালে শুনলুম শেখরদার বাড়ীতে হোষ্টেলের কে একটি ছেলে Magic দেখাবে; তখন কি ছাই জানতুম, সে ছেলেটী আর কেউ নয়, র'? যাহোক্, সন্ধ্যাবেলায় তো ভাইবোন দল বল মিলে সকলে শেখরদার

বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম, গিয়ে শুনলুম Magic দেখাবেন র'।

র' অনেক রকমই Magic দেখালেন, দু'চারটে ফুলের Magic যা করলেন, চমৎকার!...সকলের কাছে বাহ্‌বাও নিলেন খুব! শুনলুম···বিলেতে গিয়ে র' এই বিদ্যেটি শিখে এসেছেন। র'য়ের দেখছি, অনেক কিছুই জানা আছে!—Magic দেখাতে দেখাতে র' অনেকবারই বল্লেন, আমি 'ফুল' বড় ভালবাসি, তাই ফুলের Magicই বেশী দেখাচ্ছি।

আমাদের বাড়ীতে র'য়ের নূতন নামকরণ হয়েছে, Magician. কারণ Magician বল্লেই, সকলেই বেশ একটু মুখ টিপে হাসাহাসি করে। আজ সকালে র'য়ের সঙ্গে দেখা হতেই বল্লুম—কাল তোমার ফুলের ম্যাজিক-গুলো খুব চমৎকার হয়েছিল, আমার খুব ভালো লেগেছে।

র'য়ের মুখ খুশীর হাসিতে ভরে উঠ্‌লো—বল্লেন, তাই তো বেশি করে ফুলের ম্যাজিক করেছি, হয়তো তাতে "আমার ফুঁল" রাগ করেনি ?..

বললুম, না রাগ করবে কেন ? খুব খুশীই হয়েছে।

র' বল্লেন, Magic তো দেখালুম আমার পারিশ্রমিক চাই যে"

আমি বল্লুম—আমার তো কিছুই নেই, কি দেবো ?

র' বল্লেন, তোমার একখানি ফটো চাই, দেবে ?

বল্লুম, ফটো নিয়ে কি হবে ? আসল মানুষটাকেই তো দিনরাত দেখছো...

র' বল্লেন, দেবেনা ? বেশ দিও না—আমিই একদিন চুপি চুপি এই জানলায় থেকে তোমার ফটো তুলে নেবো।

আমি বল্লুম, এই তো চেহারা, এ' রূপ আর ফটোতে তুলতে হবে না।

র' বল্লেন, আবার ওই কথা—তুমি দিন দিন বড় দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছো দেখ্‌ছি...শাস্তি না দিলে আর চল্‌চে না।

বল্লুম, কি শাস্তি দেবে ?

র' বল্লেন, তাই তো ভাবছি—

আর বেশি গল্প করা হ'লো না। আজ এই পর্য্যন্তই।

তোর মায়া

নায়িকা

১লা ডিসেম্বর

ভাই সীতা,

কাল রাত্রে বেশ মজার স্বপ্ন দেখেছি। আমার যেন খুব অসুখ, বাড়ীতে এত লোক থাকা সত্বেও, 'র' আমার সেবা কচ্ছেন; র' আমার অসুখ দেখে' কেবলি চোখের জল মুছচেন, আমিও কাঁদছি, তবুও মনে হচ্ছে মরণেও কত আনন্দ, কারণ র' যে আমার পাশে রয়েছেন। ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম; দেখি র' আগে হ'তেই দাঁড়িয়ে আছেন।

র' প্রতিদিনই ভোরবেলা কলেজ যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতেন; যেদিন আমার ঘুম ভাঙ্‌তে দেরী হয়ে যেতো, সেদিন আর ভোরবেলা র'য়ের সঙ্গে দেখা হতো না; র' তাতে অসন্তুষ্ট হতেন, ঠাট্টা করতেও ছাড়তেন না; বলতেন—

ঘুমের ঘোরে হয়তো স্বপ্ন দেখো কত রাজকুমার স্বপ্নের 'রাজকুমারী মায়ারাণীকে' ওদের 'বরণমালা' পরিয়ে দিয়ে যায়। তাদের মতো রূপবানও আমি নই; তাদের

মতো ঐশ্বর্য্য সম্পদও আমার নেই, তাই হয়তো তোমার ঘুম ভাঙ্গে না।

আমি বলেছিলাম, বরণমালা যে পরিয়ে দেবার সেই দিয়েছে তার জন্যে এত ভাবনা কেন ?...

জানলায় দেখা হ'তেই র' বল্লেন, আজ আবার কোন্ রাজপুত্রের জন্যে ঘুম ভাঙ্তে এত দেরী হচ্ছিলো ?

বল্লুম—' কাল বড় মজার স্বপ্ন দেখেছি।

র'কে স্বপ্নের কাহিনী সব বল্লুম।

সব শুনে র' বল্লেন, ঠিক্—আমিও বেশ সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছি ; তবে তোমার মতো নয়, একেবারে উল্টো ধরণের।

বল্লুম—কি ?

র' বল্লেন— ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি আমি যেন কোথায় গিয়েছি, জায়গাটা খুব নির্জ্জন, চারিধারে ফুল ফল, একটা বকুল গাছ, বকুল ফুলে তার তলাটি ছেয়ে গেছে, আর সেই ফুলগুলি কুড়িয়ে আঁচলে ভরছে একটি মেয়ে মেয়েটীর সুন্দর মুখে একটুখানি মৃদুহাসি ফুটে রয়েছে, আমার কি রকম আশ্চর্য্য লাগছিলো...মনে

হচ্ছিলো, মেয়েটী যেন আমার চির পরিচিত—যে 'নীল-নয়নার' আমি দিবারাত্রি ধ্যান কর্চ্ছি, তারই :আভাস যেন ওই তন্বী সুন্দরী মেয়েটীর ডাগর হরিণ চোখ' দু'টিতেও ফুটে রয়েছে—কেবলি মনে হ'তে লাগলো, মেয়েটীকে যেন আমি প্রতিদিনই কোথায় দেখতে পাই—কার সঙ্গে যেন ওই মেয়েটীর সম্পূর্ণই সাদৃশ্য আসে। আমি একটা শিলাখণ্ডের উপরে বসে নীরবে সেই মেয়েটীর ফুল কুড়ানো দেখতে লাগলুম। মেয়েটী ফুল কুড়িয়ে একটী বেশ বড় সুদৃশ্য মালা গাঁথলো—এবং মালা গাঁথা শেষ হ'লে, আমার কাছে এগিয়ে এসে সেই মালাগাছি আমারই গলায় পরিয়ে দিয়ে, আমাকে প্রণাম করলো...!—আমি তো আনন্দে অবাক হোয়ে গেলুম, মনে হ'লো, আমি কি এই বরণমাল্য পাবার যোগ্য ?—যাহোক্, তখন অতশত ভাব্বার সময় ছিল না—মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মেয়েটীকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলুম।...স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, এখন জানতে পেরেছি, তার নাম "মায়ারাণী" ; আঃ, জীবনটাও যদি অমনি মধুর স্বপ্ন হ'তো...

বলে' র' হাস্তে লাগ্লেন।

বল্লুম—কার স্বপ্নটা ঠিক্ বলো তো ?...

র' বল্লেন, আমারটাই ঠিক্…

কাল্‌কের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ছাড়া আজ আর কিছু লেখবার নেই। ভালবাসা নিস্। ইতি

মায়া

৩রা ডিসেম্বর—

ভাই সীতা,

আজ র' তাঁর ডায়েরীখানি আমাকে পড়্‌তে দিয়েছেন। তারই খানিকটা তোকে উদ্ধৃত করে দিলুম—

র'য়ের ডায়েরী * * * সোমবার সকাল।—

—প্রেম কি? প্রেমের সার্থকতা কি তাও জানিনা—কিন্তু একজনকে শয়নে স্বপনে দিবারাত্রি ভাব্‌তে এত ভালো লাগে কেন?—

—তোমাকে দেখ্‌তে পাই সর্ব্বক্ষণই—কখনো কর্ম্ম-নিরতা কল্যাণী মূর্ত্তি—কখনো হাস্য-চঞ্চলা তন্বী তরুণী। ভোরের বেলা স্নান শেষে' একটি লাল পাড় শাড়ী প'রে, কপালে সিন্দূর বিন্দু এঁকে, তুমি যখন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও, তখন মনে হয়, তুমিই যেন নিখিলজনের

নায়িকা

মানস-বাঞ্ছিতা মূর্ত্তিমতী ঊষা! তোমাকে ভালো লাগে—শুধু ভালো লাগে বল্লেই, সব বলা যায় না; ভয়ও করে, মনে হয়, তুমি যেন সদ্যফোটা একটি ছোট্ট শিউলি ফুল, স্পর্শ করলেই হয়তো ঝ'রে যাবে। * * *

—তবু তোমাকে আমি চাই, তুমি এসো—আমার অন্ধকার জীবন আলোর ধারায় উজ্জ্বল ক'রে তোল।—জীবনে একমাত্র তোমাকেই চেয়েছিলুম কিনা জানি না, কিন্তু যেদিন তোমার প্রথম দেখা পেয়েছি—সেদিন হ'তে ভবিষ্যৎ আমার উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে; বর্ত্তমান জীবন মধুর লাগ্ছে, অতীত জীবনের সব দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গেছে। জাগ্রতে, স্বপ্নে নয়নে ভেসে উঠে তোমারই মুখ—ওই কালো চোখ দু'টি আমার জীবনাকাশের ধ্রুবতারা যেন; কলেজে যাই—প্রফেসরদের Lecture কানে ঢোকে না, কেবলই চোখের সাম্নে ভাস্তে থাকে, কা'র একখানি সুন্দর মুখ— নীরবে হোষ্টেলে ফিরি, তার সুন্দর মুখখানি দৃষ্টি গোচর হয়, আমার মন তৃপ্তিসুখে ভ'রে ওঠে। * * *

—আজ কেবলি মনে জাগ্ছে এই ষ্ট্যাঞ্জাটা...

Ah love! could thou and I with fate conspire.
To grasp this sorry scheme of things entire.

Would not we shatter it to bits and then.
Re-mould it nearer to the Heart's Desire

আজ তাই বেশ বুঝতে পার্ছি তোমাকে যে আমার এত ভাল লাগ্ছে, সেইটেই ভালবাসা!

* * * *

র'য়ের ডায়েরী কেমন লাগ্লো জানাস্—আজ আসি ভাই।

তোর নায়া—

১১ই ডিসেম্বর—রাত্রি একটা

ভাই সীতা

তোর চিঠি পেলাম, র'য়ের ভালবাসা সত্যিই ভাই সমুদ্রের মতো গভীর...তার তীরও নাই—তলও নাই, তার মাঝে আমার মন হারিয়ে গেছে!—

—সকাল বেলায় র'কে জিজ্ঞেসা করলাম,

—বড়দিনের ছুটীতে বাড়ী যাবেনা?

র'— বল্লেন, কার জন্যে বাড়ী যাবো?—আর বাড়ী

গিয়ে কি-ই বা হবে—? সেখানে তো আমার 'মায়ারাণু' নেই ?

আমি বল্লুম—

তা' না থাক্, তবু একবার যাও নাহ'লে তোমার মা দুঃখ করবেন—

র' বল্লেন, সে নামেই মাত্র বাড়ী যাওয়া হবে—আমি নিজেই নাহয় বাড়ী গেলাম, কিন্তু মন ?—সেটা কোথায় এবং কার কাছে প'ড়ে থাক্‌বে, সে কি তুমি জানোনা ?

র' হাস্‌তে লাগ্‌লেন, আমি কি বল্‌বো ভেবে না পেয়ে, জানালার কাছ থেকে সরে' এলাম।

—দুপুর বেলায় আবার র'য়ের সঙ্গে দেখা হ'লো, দেখি র'য়ের গলায় একটা বেলফুলের মালা—আমাকে দেখে র' বল্লেন,

এই নাও—মালাটা পরো তো...

বল্লুম—আমি মালা নিতে চাইনা, যেদিন নিজের হাতে পরিয়ে দিতে পারবে—সেদিনই মালা পরবো।

র' বল্লেন, বেশ্ না পরো' নাই পরবে, তবু তোমার নাম করে এনেছি, এটা তোমাকে নিতেই হবে, না হয় রেখেই দিও...

নায়িকা

—মালাটা নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম—

র'য়ের দেওয়া ফুলের মালা, হয়তো চিরদিনই ওই ফুলের মালাটী আমার কাছে থাক্‌বে।

—রাত প্রায় একটা বাজে' কিছুতেই ঘুম্‌ আস্‌ছে না—তাই কাগজ কলম নিয়ে তোকে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি।... অন্ধকার রাত্রি—আকাশে দু'টি একটি তারা ফুটে রয়েছে—

র'য়ের ঘরের জানলা খোলা—ঘর অন্ধকার, র' হয়তো ঘুমোচ্ছেন, ঘুমের ঘোরে কাকে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন? আমাকেই কি?

—টেবিলের উপরে র'য়ের দেওয়া সেই মালাগাছি; কী মিষ্টি ফুলের গন্ধ...সারা ঘরটা ফুলের সুবাসে ভ'রে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও—। মালাটা তুলে নিলুম, ধীরে মুখের ওপর চেপে ধর্‌লুম—কী স্নিগ্ধ স্পর্শ... মনটা অজানা আনন্দে ভ'রে গেল।

মালাটী অতি সন্তর্পণে সযত্নে তুলে রাখলুম—কেবলি মনে জাগ্‌ছে—

'তোমার মনের সুবাস আজিকে
কুসুম সুবাসে পাই,

কুসুমে কেন গো তোমারি পরশ
এতটুকু রাখো নাই ?

...কেন এমন হয় ?—এইটাই কি না পাওয়ার বেদনা ?...ভালবাসা নিস্—।

তোর মায়া—

১৩ই ডিসেম্বর

তা—

কাল সকালে র' বাড়ী গিয়েছিলেন, আজ ফিরে এসেছেন। জিজ্ঞেসা করলুম—

এ' কি এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে ?—

র' বল্লেন মার সঙ্গে শুধু দেখা করে এলাম, বাড়ীতে থাক্‌তে ভাল লাগে না—

...অদ্ভুত ছেলে ভাই— সব স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দেন।... আসি ভাই, আজ বড় তাড়াতাড়ি।

তোর মায়া—

নায়িকা

২৯শে ডিসেম্বর

ভাই সীতা,

এই কয়টি' দিনের মধ্যে আমার জীবনের যে কতখানি পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, তা তুই আমার এই কয়টি' দিনের ডায়েরী প'ড়ে, সমস্ত জান্‌তে পারবি... ।

ডায়েরী—১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা—

বাড়ীতে কয়দিন ধরে অশান্তির তীব্র আগুণ জ্বলে উঠেছে—জ্যাঠামশাই বাবাকে ডেকে বল্লেন "এর একটা শীগ্‌গির বিহিত করো'...বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে হয়ে এতবড় নির্ল্জ্জতা ?...আমি জানি ওইসব মেয়েদের "উচ্চশিক্ষা" দিতে গেলে, ওরা অতখানিই বেহায়া হয়ে ওঠে।

হয় তো কলেজে পড়াটাকেই ওঁরা 'উচ্চশিক্ষা' বোঝেন।...

পৃথিবীর সকলের কাছে ঘৃণিতা হয়েছি—অসহ্য অপমান, তবু সইতে হবে—র'য়ের জন্য সব অপমানই সহ্য কর্‌তে হবে ।

*   *   *   *

নায়িকা

১৯শে ডিসেম্বর—সকাল

বাবা মা দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—আমাকে শীগ্‌গিরই কলকাতায় যেতে হবে আমার বিয়ে। বিয়ে কর্‌বে কে? আমি? হায়রে, তার আগে এ বিসর্জ্জন দেবো।

* * * *

২২শে ডিসেম্বর—

র'কে চিঠি লিখে সমস্ত জানিয়েছি; লিখেছি—তুমি সত্যিই আমাকে চাও যদি তাহ'লে শীগ্‌গিরই এর একটা উপায় কোর'...কল্‌কাতায় আমি যাবো না—তার আগে...

* * * *

২৪শে ডিসেম্বর—সন্ধ্যা

এখনো তো কই র'য়ের একটিবারও দেখা পেলাম না—? চিঠিও দিলেন না কেন?...তবে কি র'য়ের ভালবাসা সবই মিথ্যা? তবে কি এতদিনকার সব প্রেম ভূয়ো—মিথ্যা প্রবঞ্চনা?—মিথ্যা মোহের বশে আমার কাছে তিনি আত্মবিক্রয় করেছিলেন বুঝি?

নায়িকা

অসহ্য * * * বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কেবলি কাঁদছি অঝোরে—সব অন্ধকার, জীবনের সমস্ত আলো নিভে গেছে—উঃ কী অন্ধকার...গভীর অন্ধকার—

বেশ বুঝ্‌ছি র' চলে গিয়েছেন বাড়ীতে! কিন্তু এ' চলে যাওয়া মানে কি?—তবে কি র' আমাকে চান্‌ না? তাঁর জীবনে সত্যিই কি আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে?—তবে তিনি সে কথা আমাকে জানালেন না কেন? ছোট্ট একটি 'না'—এটুকু লিখ্‌তে নিশ্চয়ই তাঁর অমূল্য সময়ের বিশেষ অপব্যবহার হ'তো না? সে' কথা না জানিয়েই তিনি চলে গেলেন কেন?—আর পারি না... মনে হচ্ছে, বুকের টাট্‌কা রক্তে বিছানাটা ভেসে গিয়েছে বুঝি—কেউ জানে না, আমার জীবনে কী ভীষণ Crisis যাচ্ছে...জীবনে বড় গর্ব্ব ছিল— সে বিজয়-গর্ব্ব আজ ধূলায় লুটিয়েছে...!

কা'র জন্যে এত অপমান এতদিন সহ্য করেছি?...সে ওই হৃদয়হীন র', হায় সে প্রেমের মর্য্যাদা তিনি রাখ্‌তে পার্‌লেন না...।

রাত্রি হয়ে গিয়েছে—র'য়ের ঘরে আজ আলো জ্বল্‌লো না—জানলাটা হাঁ ক'রে খোলা...উঃ কী অন্ধকার

ওই নিরন্ধ্র গভীর অন্ধকারের বেদনা আজ আমার বুকে এসে বাজ্‌চে !...বেশ লোকের কাছে আমি তো 'ঘৃণিতা' হয়েছি—'র'য়ের কাছেও এবার 'ঘৃণিতা' হবো! আমি মার কথা শুন্‌বো, বিয়ে যদি কর্‌তে হয়, তাও কর্‌বো......

* * * *

* * *

আচ্ছা সীতা, আমার জন্যে কি তোর সমবেদনা হচ্ছে ? না ভাই, কারো দয়া সহানুভূতি আমি চাই না—সকলেই তো আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌ছে, তুইও ঘৃণা করিস্‌।

মায়া

৬ই জানুয়ারী

ভাই সীতা,

'র' এসেছেন, সকাল বেল্লায় আমাকে ডাক্‌লেন, শোন—

গম্ভীর মুখে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

র' বল্লেন, বড় আশা করেছিলুম, তোমাকে পাবো—আজ বুঝচি, সে আশা বৃথা—তোমায়-আমায় সমাজের অনন্ত ব্যবধান, এ' বাধা সরিয়ে তোমাকে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব...ভেবেছিলাম, অন্ততঃ মার অনুমতিও পাবো—মা কিছুতেই রাজি হলেন না...আমার কথা শুনে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন—এত সন্তাপের মধ্যে সত্যিই কি তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌বো? তোমাকে না পেলে আমার জীবনও দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌বে—এ বিপদে আমি কি কর্‌বো বলে দাও?

তোমাকে পেতে হ'লে আত্মীয় স্বজন সকলকে পরিত্যাগ কর্‌তে হবে, তাতেও রাজি আছি—কিন্তু মা'র এত দুঃখ, এত অভিশাপের মধ্যে আমাদের জীবনও কি ভারবহ হয়ে উঠ্‌বে না?—

মুহূর্ত্তে মনটা পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল—বল্লুম, তোমাকে এত ভাব্‌তে হবে না, আমিই দূরে স'রে যাবো—আজ থেকে মনে কোর' মায়া কেউ নয়—তার সঙ্গে কোন দিন পরিচয় হয়েছিলো সে' কথাও ভুলে যেয়ো—আর—আর—এ কথাটাও জেনে রেখো মায়া তোমাকে

নায়িকা

কোনদিন ভালোবাসেনি, আজও বাসে না...তোমাকে পেলে নিশ্চয়ই সে সুখী হতে পার্‌তো না—

শেষের দিকটা গলা কেঁপে গেল...অবাধ্য চোখের জল—তাও বোধ করি র'য়ের চোখে পড়ে গেল!......

র' বল্লেন, তুমি যেন সুখী হও—এই কামনাই নিশিদিন্‌ কর্চ্ছি—ভগবান জানেন, এ জীবন আমার কাছে কতখানি দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে—প্রার্থনা করি, তোমার জীবন চিরদিনই যেন এম্‌নিই 'গৌরবোজ্জ্বল' থাকে—

র' অশ্রুভরা চোখে আমার মুখের পানে তাকালেন; তারপর নিঃশব্দে জানলা হ'তে সরে গেলেন!......

শেষ—এতদিনকার আশা আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল! আমি ঘৃণিতা?—কা'র জন্যে? সব সহ্য ক'রেছি, সব সহ্য কর্‌বো—সে' শক্তি আমার যেন অটুট্‌ থাকে।

হায় সমাজ! আজ জীবনের সকল আনন্দ তোমার ন্যায়-বিধানে বিসর্জ্জন দিলুম...কিন্তু গৌরব কই? র'য়ের সঙ্গে আমার গৌরবেরও বিসর্জ্জন হয়ে গেল!

মায়া

নায়িকা

৫ই এপ্রেল

ভাই সীতা—

র' এখনো ওই হোষ্টেলেই আছেন—একটিবারও দেখা করি না—আমার ঘরের জানলাটা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে !

আমি যেন পাষাণ হয়ে গেছি, দুঃখটা যখন বড় বেশি আঘাত দেয়—তখন ভাবি, এইটাই হয়তো আমার জীবনে পাওনা ছিল ! *** ভাব্‌ছি জীবনের দিন কবে ফুরোবে। এই অলস দুর্ব্বহ জীবন—এ' জীবনের সার্থকতা কি ?...আর ভাল লাগে না, ও'-পারের বিদায়-বাঁশি কবে বাজ্‌বে সীতা ?

মায়া

১৮ই এপ্রেল

সীতা—

র' আজ চলে গেলেন ; হয়তো চিরদিনের জন্যেই—জানিনা এই শেষ দেখা কিনা !

নায়িকা

আমাকে ডেকে বল্লেন—চল্লুম, জীবনের এই স্মৃতিটাই আমার চিরদিনের পাথেয় হয়ে রইলো—

বল্‌তে বল্‌তে টপ্‌ টপ্‌ করে তাঁর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়্‌লো...আমিও কাঁদলুম—

চোখের জলে শেষ বিদায় নিয়ে ব' চলে গিয়েছেন! ব'য়ের দেওয়া সেই চির প্রিয় ফুলের মালাগাছি—ও' যেন আমার বুকের হার—শুকিয়ে শ্রীহীন হয়ে গেছে, তবু কি মিষ্ট গন্ধ!...বাসি-ফুলের মালাগাছিতে আমার বেদনার স্মৃতি মিশিয়ে রয়েছে যে, মনে পড়ে...

কুসুমের মালা শুকায়ে গিয়েছে,
পড়ে আছে শুধু কাঁটা,
মাণিকের লোভে সাগরে ডুবিনু—
সার হ'লো কাদা ঘাঁটা......

উঃ—সীতা কাঁটার জ্বালায় বুক যে জ্বলে যাচ্ছে ভাই? ইতি

মায়া

নায়িকা

২২ শে এপ্রেল সন্ধ্যা

ভাই সীতা—

আমার আজকার ডায়েরীটা পড়িস্—

উঃ—এত অশ্রু ?—এত চোখের জলও আমার বুকের ভিতরে জমাট্ বেঁধে ছিলো ? র' নাই, আমার জীবন শূন্য করে দিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন—কোথায়—জানি না !

কাঁদ্ছি—বিছানায় লুটিয়ে পড়ে' অঝোরে কাঁদছি—আমাকে চির-জীবনই কি এম্নি করে কাঁদ্তে হবে ?

ওগো প্রিয়তম দেবতা আমার, তোমার জন্যে তো সকলের কাছে সকল রকমই অপমান সহ্য করেছিলাম—তবুও তোমাকে পেলাম না কেন ?

রাত্রি হয়ে গিয়েছে'—কী অন্ধকার !—ইচ্ছে কচ্ছে, উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বালি, র'য়ের দেওয়া চিঠিগুলি একবার পড়ি। সেই তো আমি—সেই তো র'য়ের ওই চিঠিগুলি—তবে এত পরিবর্ত্তন হ'লো কি করে ? র' যদি আবার আসেন ? র' কি আর আস্বেন না ? র'য়ের চিঠিগুলি পড়্ছি—কত সুন্দর করে

লেখা—হায়রে, তখন কে জান্‌তো সমস্তই আকাশ-কুসুম—মিথ্যা মায়া মরিচীকা এ!—পড়্‌ছি, একটা জায়গায় র' লিখেছেন—আমার রূপ নাই—গুণ নাই—তবু তুমি আমাকে যে এত ভালোবাসো—এ কি আমার প্রতি তোমার দয়া—না আর কিছু? তাই আজ বুকের রক্তে কাগজ ভিজিয়ে তোমাকে লিখ্‌ছি—

দেবি-

অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে,
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধন খানি—

তুমি কি এ অর্ঘ্য নেবে না?

হায়রে...মোহান্ধ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর—তোমার সে শক্তি কোথায়? তাই আজ এত সহজেই আত্মগোপন কর্‌তে পেরেছো।

নায়িকা

আর একটা চিঠিতে—

হের অন্ধকার মরুময়ী নিশা
আমার পরাণে হারায়েছে দিশা
অনন্ত এ ক্ষুধা—অনন্ত এ' তৃষা
করিতেছে হাহাকার,
আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে—
এ চির-যামিনী ছাড়িব কি ক'রে,
এ ঘোর পিপাসা—প্রাণের পিয়াসা
মিটিবে কি কভু আর ?

পড়্‌তে পড়্‌তে চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, ওগো, এত ভালবাসো যদি, তবে দূরে গেলে কেন ? তবে বুঝি সব মিথ্যা ? তাই বুঝি অত সহজে সব ভুলে গিয়ে চলে গিয়েছো ?

বেশ— আমিও ভুল্‌বো, নিঃশেষে তোমার স্মৃতি আমার মন হ'তে মুছে ফেল্‌বো—পারবো না কি ? বাতিটা জ্বলছিলো—একে একে র'য়ের দেওয়া সমস্ত চিঠিগুলি পুড়িয়ে দিলুম—চিঠিগুলো পুড়্‌তে লাগ্‌লো

দাউ দাউ করে—মনে হচ্ছে, ওই আগুণের শিখা আমার বুকেও দাউ দাউ করে জ্বল্‌চে—উঃ বুকটা যে ঝল্‌সে গেল ভাই।......

কি হবে ওগুলোকে রেখে? র' নিজেই যখন চলে গিয়েছেন, তখন তাঁর মিথ্যা প্রেমের সাক্ষী রেখে কি হবে? র'কে ভুল্‌বো—তাঁর কোন পরিচয় আমার রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই।......

সীতা, অভাগিনী মায়ার জন্যে দু' ফোঁটা চোখের জলও ফেলিস্ ভাই।

মায়া

৬ই মে

ভাই সীতা

আজ কলকাতায় যাচ্ছি। জীবনের স্রোত কোন্ দিকে বইবে তা জানিনা—তবে মা বাবার মতে মত দিয়েছি, আর ভুল কর্‌বো না—একটি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বোধকরি আমাকে সারাজীবন ধ'রেই কর্‌তে হবে—।

মায়া

কলিকাতা—৩রা জুলাই

সীতা—

জীবনের স্রোত উল্টোদিকে ফিরেছে। আমার নব-জীবনের আরম্ভের দিন ঘনিয়ে এসেছে, এ ছাড়া আর তো কোন উপায় ছিল না ভাই! মা, বাবা, আত্মীয়, স্বজন সকলেই খুসী হয়েছেন, ভগবান করুন—তাঁদের মনোমতো হয়েই যেন আমার এ জীবন কাটে।

র'কে ভুলিনি, কোনদিন ভুল্‌বোও না, তাঁর স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে। ভালবাসা নিস্।

তোর মায়া

৩০শে জুলাই—এলাহাবাদ

ভাই সীতা—

শ্বশুর বাড়ী থেকে কাল এলাহাবাদে ফিরেছি, দীর্ঘ তিন মাস পরে র'য়ের সঙ্গে কাল দেখা হ'লো—ট্রেনে একটা ষ্টেশনে। উঃ—কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন—উজ্জ্বল রং ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গিয়েছে। আমার মুখের

পানে দৃষ্টি পড়্‌তেই তাঁর সাদা মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল, একটি বার মাত্র তাকিয়ে, তিনি জনতার মাঝে মিশিয়ে গেলেন।

আমার কাছে র' আজ অপরিচিত, পর-পুরুষ, তাঁর সঙ্গে একটা কথা বল্‌বার অধিকারও বোধকরি আজ আমার নেই—কিন্তু এমন একদিন ছিল যে সেদিন র' ছাড়া অন্য কারুকে ভাববার ক্ষমতাও আমার ছিল কি? পরিবর্ত্তন জিনিসটাই এম্‌নি, যুগযুগান্তর ধরে পৃথিবীতে এম্‌নি কত পরিবর্ত্তনই চলে আস্‌ছে। সেই তো আমি, সেই তো ওই র'।...তবে কেন আমাকে দেখে র' মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন? ... ...

কতদিনকার কত তুচ্ছ স্মৃতি মনে জাগ্‌ছে—কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার বর্ত্তমান জীবনের কোথাও এতটুকু মিল নেই—তাই ভাব্‌ছি এমন কি করে সম্ভব হ'লো? ভালবাসা নিস্‌। ইতি

মায়া

নায়িকা

১লা আগষ্ট্

ভাই সীতা

তোর চিঠি পেলাম—স্বামীপ্রেমে আমি সুখী হয়েছি কিনা জান্‌তে চেয়েছিস্—সুখ জিনিষটা মনের—বাইরের নয়। আমার কিছুরই অভাব নেই, রূপবান গুণবান স্বামী, তাঁর প্রাণভরা সোহাগ-প্রেম—শ্বশুর, শাশুড়ীর স্নেহযত্ন, কিছুরই আমার অভাব নেই।—সত্যি ভাই আমি খুব সুখী হয়েছি—আমার স্বামীর মতো যারা স্বামী পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই এ কথা জোর করে বল্‌তে পারে। কিন্তু থাক্ ভাই—এ' আখ্যায়িকা আমার স্বামীর নয়—এ' আখ্যায়িকা আমার দু'দিনের বন্ধু র'য়ের। র'কে ভুলিনি—ভুল্‌তে পারিনি। র' কোথায় আছেন জানিনা, যেখানেই থাকুন, সুস্থ শরীরে থাকুন—সুখে থাকুন—এই প্রার্থনাই আমি করি। র'য়ের ওপর আজ আমার একটুও বিদ্বেষ নেই...র' যেন জীবনে সত্যিকারের সুখী হ'তে পারেন—এইটুকুই আমি চাই।

ভালবাসা নিস্—আজ আসি ভাই।

তোর মায়া

নায়িকা

৫ই সেপ্টেম্বর

ভাই সীতা,

র' আজ ওই বাড়ীটাতে আবার এসেছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো—বল্লেন

খুব সুখী হয়েছি মায়া, প্রার্থনা করি—তোমার জীবনে স্বামীপ্রেম অক্ষয় হোক্, অটুট্ হোক্

শেষের দিক্‌টা র'য়ের গলা কেঁপে গেল, দুই চোখ অশ্রুজলে ভারি হয়ে উঠলো—

র' হাত তুলে নমস্কার কর্‌লেন, বল্লেন—

এই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা—তোমার পবিত্র জীবন ভারবহ করে তুল্‌তে তোমার জীবনে আর আমি দেখা দেবো না—

চোখের জল রোধ করে র' চলে গেলেন।—

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেম

ভগবান! র'কে দুঃখ সহ্য কর্‌বার শক্তি দাও—র'য়ের চিত্তগ্লানি নিঃশেষে মুছে নাও।

মায়া

নায়িকা

২৭শে নবেম্বর

সীতা—

দিন কাট্‌ছে একরকম ; আমার জীবন-নাট্যে র'য়ের আখ্যায়িকার শেষ হয়ে গেছে—তবু র'কে ভোলবার মতো ক্ষমতা আজও আমার হয়নি।—র'য়ের জীবনেও হয়তো এতদিনে আমার স্মৃতি বিলীন হয়ে গেছে— র' ভুলেছেন, শুধু আমাকে নয়—আমার জীবনের মধুর বসন্তক্ষণটীকেও। তুচ্ছ একখানি ফটো, তাঁও তাকে আমি দিইনি, এখন বুঝ্‌চি—আমার না দেওয়াটাই সকলের চেয়ে ভালো হয়েছে!

র'কে মনে পড়ে—অনেকদিন, অনেক সময়ে ; তখন শুধু র'য়ের মনের শান্তির জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি!.........

ভুল তো অনেক সময়ে অনেকেরই হয় ; কিন্তু আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত, আমাকে চির জীবনই করতে হবে সীতা!

মায়া

মৃত্যু

—ক—

গৃহস্থ ঘরের শ্যামাঙ্গী বধূটি—ঘোমটার আড়ালে শান্ত সকরুণ একখানি মুখ, সুর্ম্মা টানা ডাগর দুটি কালো চোখ—ললিত সুঠাম তনুতে বেশ একটি কোমল শ্রী। স্বামী বিদেশে কাজ করে—ছুটি-ছাটা পেলে এক আধবার দেশে আসে, মাঝে মাঝে চিঠি পত্রাদিও লেখে। দেশের বাড়ীতে বধূটিকে লইয়া বাস করে বিধবা ননদ রতনমণি। সে বাল্যবিধবা—বিধবা হওয়া অবধি বাপ, ভাইয়ের সংসারেই আছে। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিদিন বউয়ের নিন্দে না করে বেড়ালে, রাত্রে রতনের ভাল নিদ্রা হয় না—বধূটিকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না—কেন যে পারে না, তার কোনও হেতুও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্ষাসন্ধ্যা—সকাল থেকেই মেঘে মেঘে আকাশ ভ'রে আছে—টুপ্ টাপ্ বৃষ্টিও পড়ছে, ভিজে কাঠ্ দিয়ে উনুন ধরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বধূর দুই চোখ

যখন ধোঁয়ায় ফুলে লাল হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় ননদ রতনমণি পাড়া বেড়িয়ে, তাস খেলে এসে বাড়ী ঢুকলেন ;—কি গো, এতক্ষণ বসে বসে কর্চ্ছিলে কি? এখনো যে উনুনটাও ধরানো হয়নি দেখ্ছি—

রতন এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

নাও, সরে বসো...দেখি আমি পারি কিনা—তোমার দ্বারায় তো আর কোন কম্মোটি পাবার যো নেই...বধূকে ঠেলে রতন এসে উনুনের পাশে বসলেন। বধূ নীরজা নীরবে ঘোমটার ভিতরে ঘামতে লাগল। আট বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, তবু মুখে 'রা' কাড়বার মতো ক্ষমতা আজো তার হয়নি।

উনুন ধরল। রতন মুখ বেঁকিয়ে বল্লেন ;

ন্যাও, এবার পিণ্ডির যোগাড় করোগে' এসে—

বধূ উঠল ; রান্নার যোগাড় তাকেই করতে হবে। রতন ঠোঁটে দোক্তা গুঁজে বকতে বকতে আপন কোঠায় চললেন—'পারি না বাপু, নবাবের বেটীর সেবা কর্তে কর্তে গতর ভেঙে গেল, আমারও যেমন কপাল—' ইত্যাদি...

—খ—

নিদ্রাহীন রাত্রে শূন্য শয্যায় নীরজার মনে জাগে গত জীবনের সুমধুর কাহিনী—

দরিদ্রা বিধবা মায়ের কন্যা হ'লেও, সেখানে স্নেহ আছে, দয়া মায়া কিছুরই অভাব নেই।...আর এখানে ?... শূন্য অনাসক্ত জীবন—এতবড় নির্ম্মমতার মাঝে মানুষ বাঁচে কি করে ? স্বামীকে মনে পড়ে না...মনে পড়লেও, তাঁর মাঝে এমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে বুভুক্ষু হৃদয়ের স্নেহ-ক্ষুধা মিটে ! সেই রুক্ষ গম্ভীর মূর্ত্তি ভাবলে ভয়ে তরুণী-মন হিম হয়ে যায়। মনে পড়ে, পিতৃ-গৃহের স্নেহভরা ছবিখানি, বিধবা মায়ের অসীম স্নেহ যত্ন...নীরজার মন মায়ের জন্য কেঁদে উঠে, নিদ্রাহীন রজনী আকুল করে শূন্য শয্যায় লুটিয়ে সে কাঁদে—মা...মা...মা আমার !...

নায়িকা

—গ—

দিন পাঁচ সাত পরে একদিন দুপুর বেলায় রতন একটা টেলিগ্রাম হাতে হন্তদন্ত ভাবে এসে বাড়ী ঢুকলেন —ওলো বউ শুন্‌ছিস্‌ শশী আজ বাড়ী আস্‌ছে, এই 'টেলিগেরাপ' করেছে আমি গে হারুর কাছে পড়িয়ে জেনে এলুম—

খবরটা একেবারেই আকস্মিক্‌...সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে স্বামী আসছেন শুনিয়া নীরজার আনন্দ তো হলোইনা উপরন্তু কেমন যেন মনটা ভয় ভয় করতে লাগ্‌ল—

রতনমণি ঘরে ঢুকে বললেন,

অমন হাঁ করে বসে রইলে কেন?...ওঠো রান্না-বান্নার যোগাড় করো, শশী এই বিকেল চার্‌টে নাগাদ এসে পড়্‌লো বলে—

নীরজা উঠল; গৃহকর্ম্মে এতটুকু অবহেলা করবার মতো ক্ষমতা ভগবান তাকে দেননি—।

নায়িকা

রতনমণির আজ উৎসাহের অন্ত নেই—কতদিন পরে ভাই বাড়ী আসছে। বউ, শশীর মুখ ধোবার গাড়ু গাম্‌ছা জল সব গুছিয়ে রাখো, দেখো বাপু বাড়ী এসেই তাকে যেন আর হাঁকাহাঁকি না করতে হয়—হ্যাঁ, দেখো বউ, আজ ওই কুম্‌ড়োর ঘণ্টটা বেশ ভাল করে রাঁধো তো, শশী কুম্‌ড়ো ভালবাসে; হ্যাঁ, আর কুম্‌ড়ো চাকা চাকা করে কুটে নিয়ে চাট্টি ভাজতে যেন ভুলে যেয়ো না; আজ একটু ঘন করে দুধটা জ্বাল দিও...

রতন ভাইয়ের সুখ-সুবিধার জন্যে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখতে লাগলেন—।

বেলা আন্দাজ পাঁচটা নাগাদ্ শশী বাড়ী এসে পৌছলেন। গোলগাল খোদাই করা' কালো চেহারাটি—চোখ দুটো ঘোলাটে—সারা মুখে একটা অস্বাভাবিক রুক্ষতা—। দু'পক্ষে কুশল সমাপনান্তে, রতন জিজ্ঞেসা করলেন, ক'দিনের ছুটী নিয়ে এলি শশী?

ছুটী নিয়ে নয় দিদি, একেবারে কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছি, এখন থেকে দেশেই থাক্‌বো—

রতন আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন—ব'ল্‌লেন, তা বেশ্ করেছিস্, কাজ কি বাপু পরের কাজ করবার?

দেশে থাক্—জমিজমা যা আছে ভাই দেখা শোনা কর্, তাহলেই আমাদের দিন কেটে যাবে—

শশী হাতমুখ ধোয়া শেষ করে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বললেন,

হ্যাঁ—তাই কর্‌বো ঠিক্ করেছি—ভুতের ব্যাগার আর খাট্‌তে পারিনা ...

অল্পক্ষণ পরে শশী আহারে বসলেন—ষোড়শপোচারে অন্ন ব্যঞ্জন—রতন সাম্‌নে পা ছড়িয়ে নানাবিধ গল্প করতে লাগলেন ।

হ্যাঁ দ্যাখ্ শশী তুই বাড়ীতেই থাক্ বাপু ; আমি আর পারিনা—বউটা দিন দিন বড় ঢ্যাটা হয়ে উঠ্‌ছে, আমি যেন কোথাকার একটা কে—মানেও না, গেরাহ্যিও করে না—তোর বউ নিয়ে তুই ঘর কর্, আমার তো হাড় মাস্ ভাজা ভাজা হয়ে গেল...

শশী বললেন ভ্যাব্‌ছো কেন দিদি এইবারে দেখো ও দু'দিনেই শায়েস্তা হয়ে যাবে...

দিদিও পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ভাইয়ের কাছে নিরপরাধী বধূর দোষ বর্ণন করতে লাগলেন ।

অন্তরালে অপরাধিনী বধূ মরমে মরে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগল !

* * * * *

রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে

রান্নাঘরের স্যাঁতানো মেজের উপর আঁচল বিছিয়ে কর্ম্মক্লান্ত নীরজা ঘুমিয়ে পড়েছে—ডাগর চোখে তখনো দুই ফোঁটা অশ্রু-রেখা...করুণ মুখখানি, আহত ব্যথায় আরোও করুণ হ'য়ে উঠেছে।

রতন রান্নাঘরে এসে নীরজাকে ঠেলে তুললেন, বল্‌লেন,

যাও—শোও গিয়ে; শশি ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ঘুম ভাঙ্গে না যেন।

বধূ নীরবচরণে এসে কক্ষে ঢুকল, বুকটা ভয়ে সঙ্কোচে টিপ্‌ টিপ্‌ করছে—যেন কতবড় দোষ করেছে।

শশী ঘুমুননি—রুক্ষ কণ্ঠে বল্‌লেন দিন দিন বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছো শুনছি ; আমি না থাকায় খুব আস্কারা

পেয়ে গেছো-নয়? ও সব চল্‌বে না, দিদির হুকুমের বাধ্য হয়ে থাক্‌তে হবে, বুঝেছো?

এই প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ! নীরজার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত ভয়ে হিম্ হয়ে গেল—

শশী পাশ ফিরে শুলেন, বল্‌লেন, নীচে একটা কম্বল পেতে শোও, ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতে আমার কষ্ট হয়।

নীরজা স্বামী-আজ্ঞা পালন করলে...কন্‌কনে ঠাণ্ডা মেজের উপর আঁচল বিছিয়ে শোওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

এই জীবন? মানুষ এরই জন্যে পৃথিবীতে আসে হায়রে; নীরজার ইচ্ছা হচ্ছিল, পারা যায় তো এখনি সে দুই হাতে প্রাণটাকে উপড়ে টেনে বের করে ফেলে—

নীরজা কাঁদলে, অশ্রুজলে বসন তার সিক্ত হোলো; মনে মনে কেবলি প্রার্থনা করতে লাগল মরণ যদি তার আসে তা'হলে এখনই আসুক্।

নায়িকা

এম্‌নি করে মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল।

রতনের বকুনি, শশীর ধম্‌কানি এবং নীরজার অশ্রু-বিসর্জ্জন—এই তিনটির একটিও কোনদিন বাদ যায় না—বাদ যাবার উপায়ও নেই।

কিন্তু যে অপরাধী বধূটির জন্যে এতখানি অশান্তির সৃষ্টি, তার অপরাধ যে কি এবং কতখানি তা নিয়ে ভেবে মাথা ঘামাতে কাউকেও দেখা যায় না।

রতনমণি যেন অসন্তুষ্ট হয়েই আছেন—

বাড়ীতে ছেলেপুলে একটা না থাক্‌লে কি বাড়ী মানায়?—এ কি অলুক্ষুণে একটা বউ হয়েছে গা,—লক্ষ্মীর বাতাস কি এতটুকু গায়ে লাগে না? হ্যাঁ দ্যাখ্‌ শশী, এই বোশেখেই আমি আবার তোর বিয়ে দেবো বল্‌ছি...

ঘরের ভিতর বিঁড়ি টানতে টানতে কালো মাড়ি বার করে শশী হাসেন—বলেন,

দিদি যেন কি—এই বুড়ো বয়সে মেয়ে দেবে কে শুনি ?

রতন বল্‌লেন,

তা যদি বলিস্ শশী—আমি এই সাতদিনের মধ্যেই তোর বিয়ের সব ঠিক্ ক'রে ফেল্‌তে পারি —

শশী হাসেন কিন্তু দিদির কথাটা মন্দ লাগে না।

আড়াল থেকে নীরজা কথাটা শুনতে পায়; কিন্তু মনে আর তত আঘাত লাগে না, আঘাত সয়ে সয়ে মনটা কঠিন পাষাণ হয়ে গেছে।...কেমন যেন একটা নিস্পৃহ ভাব...সতীন আসে আসুক্—সব দুঃখই তো সয়েছে, এটাই বা বাদ্ যায় কেন ?

সন্ধ্যা হয় হয়, শশী বাড়ী এসে ঢুকলেন, বললেন—দিদি, বউয়ের মায়ের মরণাপন্ন রোগ, গাঁয়ের রাধু মোড়ল বউকে নিতে এসেছে।

মায়ের অসুখ ? নীরজার মনটা ছাঁৎ করে ওঠে, পৃথিবীতে আপন বলতে ওই এক মা এবং বছর সাতেকের একটি ছোট বোন—নীরজার মনটা মরণাপন্না মায়ের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে...।

রতন বল্‌লেন ;—

নায়িকা

মায়ের অসুখ ?—তা' না হয় যাক্, ধরে রাখ্‌তে তো আর পারিনা...

যাবার সময় পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে, নীরজা একবার স্বামী-গৃহের পানে তাকায় ; ন বছরের বিবাহিত জীবনে এমন কিছুই সে ওদের কাছে পায়নি যার জন্যে মনটা তার সামান্য এতটুকুও আজ ব্যাকুল হয়।

—৬—

ঠিক তিনটী মাস পরে, নীরজার পাল্কী যেদিন আবার স্বামী-গৃহের দোরে এসে থামল, তখন রোদ পড়ে গেছে।

দোরে পাল্কী থামার শব্দে যে মেয়েটী দ্রুত এসে দোরের কাছে দাঁড়াল তার বয়েস বোধ করি আন্দাজ চৌদ্দ পনেরো হবে। কৈশোর শ্রীমণ্ডিত তরুণ তনু ঘিরে অপরূপ লাবণ্য, মুখখানি বেশ হাসি খুশীতে ভরা...। সে একবার পাল্কীর দিকে যেয়ে চপল কণ্ঠে ননদকে ডেকে বল্‌লে—

ঠাকুর্ঝি—কে এল দেখোসে না—

এই তুপুর রোদে কে এলো আবার ?

বলতে বলতে রতন বাইরে এসে দাঁড়ালেন, ক্ষণপরে পাল্কীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই ঠোঁট্ উল্টে বল্‌লেন...এরি জন্যে এত হাঁকাহাঁকি পাড়্‌ছিস্ ছোট বৌ ? তোর সতীন এসেছে যে নে বরণ করে ঘরে তোল—

সতীন্?...ছোট বৌ পাল্কীর কাছে এসে স্নিগ্ধ স্বরে বল্লেন—

দিদি নেমে এসো না ভাই, আর কতক্ষণ পাল্কীতে বসে থাক্‌বে ?—

নীরজার পা দুটো যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল, কোনমতে ছোট বোনটীর হাত ধরে, সে পাল্কীর বাইরে এসে দাঁড়াল—

রতন বললেন,

ও মেয়েটী কে বড় বৌ ?

নীরজার ঠোঁট্ কাঁপছিল—ব'ল্লে,

আমার বোন্...

তা' ওকে আবার ঘাড়ে করে আনা কেন ?

নীরজা নতমুখে বল্লে,

মা তো নেই ওকে কার কাছে রেখে আস্‌বো ?

রতন মুখ বেঁকিয়ে বললেন

তবে আর কি—মাথা কিনেছো ; আমার ভাই না হয় তোমাকেই বিয়ে করেছিলো বৌ ; কিন্তু তোমার বাপের গুষ্টিশুদ্ধু লোকের ভাত কাপড় যোগাবে এমন দাসখত্ তো সে লিখে দিয়ে আসেনি।

নীরজার দুই চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল—

ছোট বউ সব বুঝে, ব'ল্‌লে,

বক্‌ছ কেন ঠাকুর্ঝি ? ওই তো অতটুকুন মেয়ে, ও আর কত খাবে ? দিদি, তুমি ভিতরে এস তো—ছোট বৌ ননদের হাত থেকে সতীনকে উদ্ধার করে, ভিতরে এসে ঢুকল।

—৮—

দিন কাটছে, কিন্তু পূর্ব্বের মতো নয়; অশান্তিটা আরো বেশী বেড়েছে।

শশীর সঙ্গে নীরজার সাক্ষাৎ হয় না, নীরজা অন্তরালে থাকে; অন্তরালে থাকতেই সে যেন বেশী ভালোবাসে।

দিন কাটে...রাত্রে নির্জ্জন কক্ষে ছোট বোন্‌টীকে বুকে জড়িয়ে নীরজা ঘুমোয়, অপর কক্ষ থেকে নব-দম্পতীর প্রেমালাপ নীরজার কাণে এসে বাজে...ভাবে, স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়েছে ছোট বৌ...সে পেয়েছে অবজ্ঞা, তাই দুঃখকে আর তার দুঃখ বলে মনে হয় না।

নীরজা দু বেলা রান্না করে, বাসন মাজে নীরজার সাত বছরের ছোট বোন অনু। রতন আদেশ দিয়েছেন ছোট বৌ যেন অসুস্থ শরীর নিয়ে কোন কাজ না করতে যায়। ছোট বৌ যায় না, গেলেই তো আরো অশান্তির সৃষ্টি হবে।

রাত্রে দিদির বুকের কাছে মাথা রেখে ভয়ে ভয়ে অনু বলে—

দিদি, ভাই রোজ রোজ অত বাসন মাজ্‌তে আমার বড় কষ্ট হয়।

নীরজা সস্নেহে অনুকে বুকে টেনে নিলে—বল্‌লে তুই আর মাজিস্‌নি অনু, কাল থেকে আমিই মাজ্‌বো এখন। পরদিন থেকে নীরজাই বাসন মাজে।

পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে যখন শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, অবশ ক্লান্ত শরীর শীতের হাওয়ায় জমে যায়—ছোট বৌ তখন ঘাটে আসে গা ধুতে—বলে—

ওমা এখনো বাসন মাজ্‌ছো দিদি? সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে, না হয় কালকেই 'ও' ক'খানা বাসন মাজ্‌তে—নীরজার মুখ মলিন হাসিতে রঞ্জিত হয়ে ওঠে...বলে এই ক'খানা তো—ও' এখুনি মাজা হয়ে যাবে—সামান্য মুখের সহানুভূতি, নীরজার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

নায়িকা

কদিন ধরে নীরজার অসুখ...মন তো ভেঙেই ছিল—দেহও ভাঙ্‌ল।...রাত্রে মাথার যন্ত্রণায় নীরজা ঘুমুতে পারে না, অনু মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, বলে দিদি ঘুমিয়ে পড়ো না ভাই—তাহ'লেই সব সেরে যাবে—

নীরজা অশ্রু-বিকৃত সুরে বলে—আমি তো আর সার্‌তে চাই না অনু—মর্‌তেই যে চাইছি ভাই—

অনুর শিশু-চিত্ত দিদির দুঃখে ভরে ওঠে, সারাটী রাত নিদ্রা-বিহীন নয়নে দিদির রোগ শয্যার পাশে বসে অনু নীরজার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ভাবে, দিদিকে সে কিছুতেই মরতে দেবে না, তা হলে তার দিন কাটবে কেমন করে?—

দিন কয়েক এমনিভাবে কেটে গেল; একদিন দুপুরে রতন ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, দেখো বৌ তুমি নিজে তো দু' মাস ধরে বিছানায় শুয়ে আছো...তা' বোনটাকে কোন

কাজ কর্‌তে দাও না কেন? আমি কি বুঝিনি?—ছোট বৌয়ের হিংসেতেই জ্বলে মর্‌ছো...মরুক্ বৌঠা খেটে...তুমি সুখে সংসার করো...

এত দুঃখের মাঝেও নীরজার হাসি এল—বল্‌লে, সংসার কর্‌তে আর আমি চাইনা ঠাকুর্ঝি...আর দু'টো দিন সবুর করো তোমাদের অশান্তি আমার মরণের সঙ্গেই শেষ হবে।

ঠাকুর্ঝি অবাক্ হলেন! এই সেই স্বল্পবাক্ বধূটি? এরও মুখে কথা ফুটেছে?

বললেন—এই যে 'বোল্' ফুটেছে দেখ্‌ছি—তা' আর কেন ভাই? আমার ভাইটীকে লাগিয়ে আপন্ করেই নাও না।

নীরজা পাশ ফিরে শুল—আর কথা বাড়াবার মতো ক্ষমতা তার ছিল না।

বিকেলে ছোট বৌ এসে জিজ্ঞেস করলে, দিদি কেমন আছো ভাই?

নীরজা হাসলে; সে হাসি কান্নার চেয়েও বোধ করি করুণ...অশ্রুগলানো সুরে বললে, এত ক'রে মরণকে কামনা কর্‌ছি ছোট বৌ, তবু তো মরণ আসেনা ভাই।

ছোট বৌ বললে, মর্‌বে কেন দিদি? তোমার তো মর্‌বার বয়স হয়নি দিদি!

নীরজা ব'ল্‌লে, কিসের জন্যে আবার বাঁচ্‌বো ছোট বৌ? আমার তো কিছুই নেই ভাই!

নীরজার শীর্ণ গণ্ড বয়ে দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। ছোট বৌয়েরও দু চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল, সে বললে, এমন কেন হোল ভাই? তোমার তো কোনই দোষ ছিল না—তবে এত কষ্ট এঁরা তোমাকে কেন দিলেন?

নীরজার মনে হয় ছোট বৌ যেন তার সতীন নয়, সে যেন তার মায়ের চেয়েও আপন, নীরজা ছোট বৌয়ের দুটি হাত জড়িয়ে মিনতির সুরে বললে, আমি মরে গেলে, অনুটাকে তুই দেখিস্‌ ছোট বৌ, ওর যে আর কেউ নেই ভাই।

ছোট বৌ কথা কইতে পারে না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথা ফুটে বের হয় না, নীরবে নীরজার জ্বরতপ্ত ললাটে হাত বুলিয়ে দেয়।

—জ—

সেদিন আবার গোল বাধল—নীরজা ঘরে শুয়ে ছিল, শুনতে পেলে, রতন বকছেন, হারামজাদি চুরি ক'রে খেয়ে আবার মিথ্যে কথা ? ও' মা কি ঘেন্না গো ! দ্বাদশীর জন্যে দু'টো সন্দেশ রেখেছি, সে' টুকুন্‌ও নজরে পড়েছে।

শশী বললেন, ওটাকে দূর করে দাও না দিদি, যত সব আপদ্ এসে যুটেছে।

নীরজা লজ্জায় মরে গেল, হতভাগা মেয়েটা, ওর জন্যেই তো এত বিপত্তি !

অনু কাঁদতে কাঁদতে এসে ঘরে ঢুকল; নীরজা ডাকলে, অনি এদিকে আয়; অনু কাছে এলে রুগ্ন শরীরে উঠে বসে নীরজা অনুর পিঠে খুব ঘা কতক বসিয়ে দিলে, বল্‌লে পোঁড়ারমুখো মেয়ে—চুরি ক'রে খেতে গেলি কেন ? অনু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে, আমি তো খাইনি দিদি।

নীরজা কি বলতে যাচ্ছিল—শুনতে পেলে, ছোট বৌ বলছে,

অনু তো সন্দেশ খায়নি ঠাকুরঝি ; তুমি মিছে বকাবকি কচ্ছো কেন? কাল ও'পাড়ার নতুন ঠাকুঝি বেড়াতে এসেছিলো, তাকে যে ওই সন্দেশ দু'টো দিয়ে জল খাওয়ানো হ'লো তা' কি তোমার মনে নেই ?

ছোট বৌ এসে এ' ঘরে ঢুকল—বললে, অনুকে মারছো কেন দিদি ? আমি দেখ্‌ছি নির্দ্দোষী মানুষকে কষ্ট দেওয়াই এ' বাড়ীর নিয়ম।

নীরজা কেঁদে ফেললে—বললে, আমি যে আর পারিনা ছোট বৌ ; সত্যিই কি আমার মরণ হবে না ভাই ?

ছোট বৌ, অনুকে বুকে তুলে নিলে—বললে, কাঁদিস্‌নি অনু...আমি তোকে পয়সা দেবো তুই পুতুল কিনিস্।

* * * *

সেদিন রাত্রে অনুরও জ্বর হল, গায়ে হাত রাখা যায় না এম্‌নি উত্তাপ—বোধকরি ১০৫ ডিগ্রী হবে। নীরজার ভয়ানক ভয় হতে লাগল, অনুতপ্তও সে হল খুবই, আহা বিনাদোষে অনুকে সে মারলে ? না জানি কত আঘাতই

না তখন লেগেছে। নীরজা অনুর মাথায় হাত বুলতে বুলতে ডাকলে, অনু।

অনু চোখ মেলে চাইলে; নীরজা বল্‌লে কষ্ট হচ্ছে অনু?

অনু বললে—হ্যাঁ; আচ্ছা দিদি তুমি আর আমাকে মার্‌বে না তো?

নীরজার চোখ ফেটে অশ্রু ঝরে পড়ল, রুদ্ধ কণ্ঠে সে ব'ল্‌লে, মার্‌বো কেন অনু? লক্ষ্মী আমার একটু ঘুমো দেখি; গভীর রাত্রে অনু ঘুমিয়ে পড়ল; তবু কিন্তু নীরজার মনের দুশ্চিন্তা একটুও কমল না। অনুকে রেখে সে মরতে পারলে যেন বাঁচে।

—ঝ—

পরের দিন বিকেলে ছোট বৌ তার সইয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল, বাড়ীতে ছিলেন রতন ও শশী। গত রাত্রিতে জেগে নীরজার শরীর বড় খারাপ হয়েছিল, সেজন্যে বিকেলে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনুর জ্বর বেশ কমই, সে সাম্‌নের দালানে চুপ করে বসেছিল। রতন এসে বললেন, আজকের এই বাসন গুলো মেজে আন্‌ অনু...

অনু করুণ চোখে চাইলে, বললে, আমি তো বাসন মাজ্‌তে পারবো না বড়্‌দিদি, আমার যে কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছে...”

রতন রাগে দিশাহারা হয়ে অনুর গালে এক চড়্‌ কসিয়ে দিলেন,—ধাড়ি মেয়ে, অসুখ যেন ওদের লেগেই আছে।

অনু ডুকরে কেঁদে উঠল—মাগো।

অনুর কান্নার শব্দে, নীরজা রুগ্ন শরীরে টলতে টলতে দোরের কাছে এসে দাঁড়াল—কেঁদে ব’ল্‌লে, ঠাকুঝি রুগ্ন

অনুকে আর মেরো না, তার চেয়ে আমাকে তোমরা গলা টিপে মেরে ফেলো।

তবে রে হারামজাদি'...রতন এসে নীরজাকে একটা প্রবল ধাক্কা দিলেন। রাগে তাঁর দু চোখে আগুন ফুটে উঠছিল।

নীরজা সে ধাক্কা সামলাতে পারলে না, দুর্ব্বল রুগ্ন শরীর—মুখ থুবড়ে সে চৌকাঠের উপর পড়ে গেল।

*　　*　　*　　*

গভীর রাত্রে নীরজার প্রাণহীন দেহখানি দু হাতে জড়িয়ে অনু চিৎকার ক'রে কাঁদছিল...দিদি...দিদি গো।

নীরজা মরল; মরণের জন্যে অনেক কামনাই সে করেছিল। কিন্তু মৃত্যু এল একেবারে আকস্মিক্। পৃথিবীতে সে এসেছিল—দুঃখ সয়ে এতদিন বেঁচেছিল, কিন্তু মরল অনেক কষ্ট পেয়ে। নীরজার জীবনের দুঃখ ভেবে কষ্ট হয়, কিন্তু মরণ-সময়েও কেউ এত কষ্ট পায় কি? অভাগী ম'রে জীবনের দুঃখ কষ্ট ভুলেছে, তবুও তার জন্যে দুঃখ হয়; এ পৃথিবীতে এসে সে পেয়েছিল কি?

আর তার এই কিছুই-না-পাওয়া জীবনের প্রতিদিনকার বেদনা ও বঞ্চনা, তাও কি বিধাতার কল্যাণ-চিহ্ন ব'লে

পরিচিত হবে ? শুনেছি, তিনি যা করেন সবই মানুষের মঙ্গলের জন্যে। এই যদি তাঁর মঙ্গলের নিদর্শন হয় তবে এ কথা কি তাঁকে জোর ক'রে বলা অসঙ্গত হবে "হে বিধাতা তুমি মাঝে মাঝে যদি আমাদের ভুলে থাকো, আমাদের অন্তরের সমস্ত মধু নিঃশেষে শুকিয়ে দিয়ে আমাদের মঙ্গল না করো তো আমরা জীবনের কিছু স্বাদ পাই !"

নীরজার এই অকাল মৃত্যুর জন্য প্রকৃতই কে দায়ী ? মানুষ না ভগবান ?

শেষ